بسم الله الرحمن الرحيم   نحمده ونصلي على رسوله الكريم   وعلى عبده المسيح الموعود

খুতবা জুমআ

> ***'আমাদের জলসার একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য হোল তো এটাই যার বর্ণনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দিয়ে গেছেন এবং বয়াত (দীক্ষা)এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে,- নিজ প্রভু প্রতিপালকের ও রসুল করীম (সাঃ)এর ভালবাসা হৃদয়ে যেন বিজয়লাভ করুক, মনের উপর তাঁর ভালবাসা তখনই জয়যুক্ত হতে পারে যখন আমরা তাঁর (সাঃ) এর উপর মনের অন্তঃস্থল হতে দরূদ পাঠ করি।'***

সৈয়দনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক হাদীকাতুল মেহদীতে প্রদত্ত
২১শে আগষ্ট, ২০১৫-এর জুমআর খুতবার কিয়দংশ

তাশাহুদ, তাউজ ও সুরা ফাতেহা পাঠের পর হুজুর (আইঃ) বলেন,- আজ জুমআ নামাজের পর ইনশাআল্লাহতালা যথারীতি জলসা সালানার সূচনা হবে অর্থাৎ জলসার অনুষ্ঠানসূচী অনুযায়ী প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হবে কিন্তু জুমআরও একটি গুরুত্ব আছে সেটাও আমাদের মনে রাখতে হবে। তাই এই গুরুত্বকে সম্মুখে রেখে আমাদের এরও অধিকার রক্ষা করার চেষ্টা করতে হবে এবং আজ জলসা উপলক্ষ্যে সেই অধিকার রক্ষার্থে বা রক্ষাকালীন যে সকল দোয়া করবেন তাতে জলসা সর্বতোভাবে কল্যাণমন্ডিত হবার জন্যও দোয়া করতে থাকুন।

জুমআর গুরুত্ব সর্ম্পকে হাদীসে আছে যে আঁ হযরত (সাঃ) বলেছেন যে, দিনগুলির মধ্যে সর্বত্তম দিন হল জুমআর দিন, এই দিনে আমার উপর বেশী বেশী দরূদ পাঠ কর, কারণ এরূপে তোমাদের এই দরূদ আমার সম্মুখে উপস্থাপন করা হয়ে থাকে। এরপর আঁ হযরত (সাঃ) বলেন যে,- এই দিনের মধ্যে এমন একটি মুহূর্ত আসে যে মুহূর্তে মোমিন বান্দা আল্লাতাআলার কাছে দোয়াকালীন যা চায় তা তিনি দান করেন এবং তিনি (সাঃ) বলেন যে সেই মুহূর্তটি অতিব ক্ষুদ্র। অতএব এই হল জুমআর গুরুত্ব এবং আমরা যদি এই দিনে আজকের ইবাদতে এবং খুতবা শোনার সাথে সাথে যেহেতু খুতবাও জুমআর ইবাদতের অংশ হয়ে থাকে এতে সকল দোয়ার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম ও গুরুত্বপূর্ণ দোয়া হল দরূদ পাঠ করা, গভীর মনোযোগের সাথে দরূদ পাঠ করুন। আল্লাহুম্মা সাল্লে আলা মোহাম্মদীন যখন বলা হয় তখন এই চিন্তা, চেতনা ও মনোযোগের সাথে যেন বলা হয় যে, হে আল্লাহ! আঁ হযরত (সাঃ)এর সম্মানকে উন্নতমানে উপনীত করে তাঁর অনিন্দ্য সুন্দর বাণী ও শিক্ষাকে সফল করে তাঁর (সাঃ)এর আনীত শরীয়ত বিধানকে সত্যিকারের প্রতিষ্ঠা দান করে তার মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্ব বিশ্ববাসীর সম্মুখে প্রতিষ্ঠা করে দেন এবং আমাদেরকে এটিকে প্রসার করতে সাহায্যকারী হবার ভূমিকা লাভের তৌফিক দান করুন যাতে তাঁর (সাঃ) এর উম্মতের জন্য নির্ধারিত পুরস্কারগুলির অংশীদার হতে পারি এবং যখন আল্লাহুম্মা বারিক আলা মোহাম্মদীন বলা হয় তো এই চেতনার সহিত বলা হয় যে, হে আল্লাহ! এটিও আমাদের দোয়া যে, আঁ হযরত (সাঃ) এর যে সম্মান ও শ্রেষ্ঠত্ব এবং অতিব মহিমান্বিত নিয়তির উত্তরাধিকারী করেছ তাকে প্রতিষ্ঠিত রেখে শত্রুর শত্রুতাকে বিনষ্ট ও ব্যর্থ করে সে দৃশ্য দেখার সৌভাগ্যলাভকারী হবার সুযোগ দান করুন। যখন আমরা উন্নতির দৃশ্য প্রদর্শিত হতে দেখি, আঁ হযরত (সাঃ) এর বিরুদ্ধে উত্থাপিত প্রত্যেক পরিকল্পনা ও চেষ্টা শত্রুর উপর উল্টে দিন। আর যদি আমরা একত্র হয়ে সম্মিলিতভাবে এই দোয়া করি, তাহলে নিঃসন্দেহে এই দোয়া খোদাতাআলার নিকট প্রিয় ও গ্রহণীয়তার স্তরে পড়ে ও চিহ্নিত হয় এবং আমরা এর গ্রহণীয়তা হতে লাভবান হতে পারি এবং এই প্রবহমান লাভের সুফল হতে অংশ পেতে থাকি। তাঁর (সাঃ)কে যখন তাঁর মান্যকারীরা এই দোয়া দান করে ও আপনার উপর দরূদ পাঠ করা হয় তো প্রতিদানস্বরূপ তাঁর (সাঃ)এর দোয়ার সুফলও আমরা লাভ করি, এইভাবে কল্যাণরাজির ধারাবাহিকতার সূচনা

হয়। আমাদের জলসার একটি বৃহৎ উদ্দেশ্য হোল তো এটাই যার বর্ণনা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) দিয়ে গেছেন এবং বয়াত (দীক্ষা)এর প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে,- নিজেদের প্রভু প্রতিপালক ও রসুল করীম (সাঃ)এর ভালবাসা হৃদয়ে বিজয়লাভ করুক, মনের উপর তাঁর ভালবাসা তখনই জয়যুক্ত হতে পারে যখন আমরা তাঁর (সাঃ) এর উপর মনের অন্তঃস্থল হতে দরূদ পাঠ করি, কারণ আল্লাহতাআলার এটাই নির্দেশ, এছাড়া নিজের অবস্থাকেও এই অনুযায়ী সাজান বা বানানোর চেষ্টা করুন যে আদর্শাবলী আঁ হযরত (সাঃ) আমাদের সামনে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর (সাঃ) কে ভালবাসার দরূণ তাঁর (সাঃ)এর উপর দরূদ পাঠ ও অনুসরণ করাই আল্লাহতাআলার ভালবাসার অধিকারী বানাবে।

সুতরাং জুমআর সময়কালে, জুমআর পরেও এবং বিশেষ করে অন্যান্য সময়েও পূর্ণ মনোযোগের সাথে দরূদ পাঠ করুন ও খোদার স্মরণে প্রত্যেককে সময় অতিবাহিত করার চেষ্টা করা উচিৎ যাতে আল্লাহতাআলা যেন আমাদের উপর অনুগ্রহবশত: আমাদের বিরুদ্ধাবাদীদের সমস্ত ষড়যন্ত্রকে তাদেরই উপর ফিরিয়ে দেন। এছাড়া আঁ হযরত (সাঃ)এর আদর্শে (হুকুকুল ইবাদ) মানুষের প্রাপ্য অধিকার রক্ষার আশ্চর্যজনক দৃষ্টান্ত চোখে পড়ে। তাই আমাদেরকেও এই দৃষ্টান্তগুলিকে নিজ ব্যক্তিত্বের উপর প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করা উচিত।

আবার আল্লাহতাআলা মোমিনের চিহ্ন হিসাবে বলেছেন যে, তারা পরস্পরের মধ্যে ভালবাসা, প্রীতি ও করূণার আবেগ রেখে জীবন নির্বাহকারী হয় এবং এতেও আমাদের আঁ হযরত (সাঃ)এর যে আদর্শ চোখে পড়ে যার ছবি খোদাতাআলা আমাদের দেখিয়েছেন যে, 'আজিজুন আলায়হে মা অনিত্তুম' অর্থাৎ তোমার কষ্টে পতিত হওয়া তাঁর উপর কঠিন হয়ে পড়ে। সুতরাং যে ভালবাসা তাঁর মোমিনের সাথে ছিল, তিনি এতটুকুও সহ্য করতেন না যে তাদের কোন কষ্ট হোক। মোমিনের সামান্যটুকু কষ্টও তাঁর (সাঃ)কে বিচলিত করতো। সুতরাং এই সেই আদর্শ যা আমাদের সম্মুখে রাখা হয়েছে যে, অপরের কষ্ট তোমাদেরকে যেন বিচলিত করে আর তা তখনই সম্ভবপর যখন প্রকৃতরূপে একে অপরের প্রতি আমরা ভালবাসা ও করূণা অনুভব করব।

জলসা অনুষ্ঠিত করার উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে একটি উদ্দেশ্য হল হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এটিও বর্ণনা করেছেন যে, জামাতের সম্পর্ক ও ভ্রাতৃত্বকে স্থীতিশীল হতে হবে আর সম্পর্ক ও স্থীতিশীলতা তখনই শক্তিশালী হবে যখন নিঃস্বার্থ হয়ে মানুষ একে অপরের জন্য ত্যাগ স্বীকার করবে এবং একে অপরের অনুভূতির প্রতি সচেতন হবে। প্রারম্ভিক জলসাগুলিতে যা কিনা শুরুতে যখন শিক্ষাগত দিক থেকে অনেক দুর্বল পর্যায়ে ছিল যেভাবে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) আমাদের নিকট হতে আশা করেছেন এছাড়া ত্যাগের অনুভব সেরূপ ছিল না যদিও বিশ্বাসের দিক হতে দৃঢ়তা লাভ করেছিল কিন্তু পরিবেশের প্রভাবে মানুষের প্রাপ্য অধিকার ও ভ্রাতৃত্ববোধের সে মান কার্যত: হয়ে ওঠেনি যা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) নিজ জামাতে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। তাই যখন তিনি এই অভিযোগ শোনেন যে জলসায় একে অপরের যত্ন নেওয়া হয়নি আর নিজস্ব স্বাচ্ছন্দ্যকে প্রত্যেকে বা কিছু ব্যক্তি অন্যের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন, তিনি (আঃ) তা শুনে অতি ক্রুদ্ধ হন এবং সেই অসন্তুষ্টতার ফলস্বরূপ এক বছর জলসা অনুষ্ঠিত হয়নি। তিনি (আঃ) অতি কঠোর ভাষায় বলেন যে,- আমি সত্য সত্য বলছি যে মানুষের ঈমান কখনই সঠিক বা খাঁটি হতে পারে না যতক্ষণ না সে নিজের স্বাচ্ছন্দ্যের উপর নিজ ভাইয়ের স্বাচ্ছন্দ্যকে যথাসাধ্য প্রাধান্য না দেয়।

সুতরাং দেখো হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর আন্তরিক ভাবাবেগ ছিল নিজ জামাতের মানুষের মধ্যে একে অপরের প্রতি ভ্রাতৃত্ববোধ, ভালবাসা ও আবেগ দেখার। তিনি (আঃ) এ ব্যাপারে বিচলিত হয়ে পড়তেন যে কেন আমার মান্যকারীরা একে অপরের অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীল নয়। সুতরাং জলসায় আগমনকারীদের যেখানে জলসার উদ্দেশ্যকে বাস্তবায়ণ করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রসূল (সাঃ)এর প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করবেন সেখানে পরস্পরের ভালবাসা, আবেগ ও ভ্রাতৃত্ববন্ধনকে দৃঢ়তা দান করবেন ও বৃদ্ধি করবেন। নিজ ধর্মীয় জ্ঞানকেও বৃদ্ধি করবেন। জলসার উদ্দেশ্য ও জলসায় অংশগ্রহণকারীদের মাঝে যে আবেগ সৃষ্টি হওয়া উচিৎ সে সম্পর্কে তিনি (আঃ) এক স্থানে এরূপ বর্ণনা করেছেন:

'যথাসাধ্য সমস্ত বন্ধুদের শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র বাণী শুনতে ও দোয়ায় অংশ নিতে এই দিনগুলিতে চলে আসা উচিত আর এই জলসায় তত্ত্ব এবং আধ্যাত্মিক তথ্য শোনানোর ব্যবস্থা থাকবে যা ঈমান, বিশ্বাস ও তত্ত্বজ্ঞানকে দৃঢ় করার জন্য আবশ্যক, একইভাবে সে সকল বন্ধুদের জন্য বিশেষ দোয়া করা হবে বিশেষ মনোযোগ নিবদ্ধ হবে

আর যথাসাধ্য আল্লাহতাআলার দরবারে চেষ্টা করা হবে যেন আল্লাহতালা নিজের দিকে তাদের আকর্ষণ করেন এবং তিনি নিজে তাদের গ্রহণ করেন এবং তাদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন করেন, বছরশেষে জলসাগুলিতে যারা নবাগত আহমদী ভাইরা এসে পূর্বাগত পুরানো ভাইদের চেহারা দেখবে তাদের সহিত মিলিত হবে বিশেষ ঐ নির্ধারিত তারিখে।

সমস্ত ভাইদের আধ্যাত্মিকভাবে ঐক্যবদ্ধ করতে এবং তাদের শুষ্কতা ও অপরিচিতি ও কপটতা মধ্য হতে দূরীভূত করতে আল্লাহতাআলার দরবারে বা সন্নিধানে চেষ্টা করা হবে এবং এই ধর্মীয় জলসায় আরও অনেক আধ্যাত্মিক সফলতা ও সুফল লাভ হবে যা ইনশাআল্লাহ সময়ে সময়ে প্রকাশ পেতে থাকবে।

সুতরাং আমাদেরকে এই সমস্ত ব্যাপারে যত্নবান থাকতে হবে যে, আমরা এই দিনগুলিতে জলসার উদ্দেশ্যকে অর্জন করতে এসেছি ও যেমনটি হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) অপর একটি স্থানে বর্ণনা করেছেন যে, পার্থিব মেলার মত এটাকে মেলা মনে না করা, যেভাবে এই উদ্ধৃতি হতে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, আমাদের সমস্ত একাগ্রতা খোদাতায়ালার কথায় নিবদ্ধ করতে হবে, নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে গল্পগুজবে কাটানো উচিৎ নয় বা নিজেদের অধিকাংশ সময় বাজারগুলিতে বেড়িয়ে সময় নষ্ট করাও উচিৎ নয়। নিজস্ব সময়কে জলসার কার্যক্রম শুনে এবং এছাড়া অবসর সময়গুলি আধ্যাত্মিক কথাবার্তায় বা খোদা ও রসূলের স্মরণে অতিবাহিত করুন অথবা অন্যান্য যে অনুষ্ঠানগুলি থাকে তা দেখুন যেমন কিছু ভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান এখানে করা হয়ে থাকে ও জামাতীয়ভাবে ব্যবস্থা হয়ে থাকে যা ঈমানবর্দ্ধক হয়ে থাকে যেমন, ‘মাখজানে তাসাভির’ এর অধীনে প্রদর্শণীর ব্যবস্থা এরা করেছে। এটি জামাতের একটি ইতিহাস তা দেখুন এবং খোদাতাআলার ফজলকে স্মরণ করুন, কিভাবে আল্লাহতাআলা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর বাণীগুলিকে পূর্ণতা দান করছেন ও তাঁর সাথে কৃত প্রতিশ্রুতিকে রক্ষা করছেন এবং জামাতের পরিচয় ও বার্তা কিভাবে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছে দিচ্ছেন। আবার ওখানে আহমদীয়াতের জন্য প্রাণ বলিদানকারীদের (শোহাদাদের) ছবি আছে সেগুলিকে দেখুন তাঁদের পদমর্যাদায় উন্নতির জন্য ও নিজ ঈমানকে দৃঢ়তা দানের এবং তাঁদের বংশ ও জামাতের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহতালা সব স্থানে জামাতকে শত্রুদের পরিকল্পনা থেকে সুরক্ষিত রাখুন।

এছাড়া ইশাআত বা প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকেও স্টল লাগানো হয় তাদেরও একটি ভিন্ন তাঁবু আছে সেখানে গিয়ে এ বছরে যে সমস্ত পুস্তক ও লিফলেট ইত্যাদি ছাপা হয়েছে তা দেখুন তার মধ্য হতে যা ক্রয় করতে পারেন তা ক্রয় করুন। আর যে লিটারেচর বা সাহিত্য তাদের কাছে উপলব্ধ নেই তা প্রাপ্তির চেষ্টা করুন। রিভিউ অব রিলিজিয়ন্স এর পক্ষ হতে একটি স্টল বা স্থানের ব্যবস্থা করেছে সেখানে ঈসা (আঃ)এর কাফন সংক্রান্ত প্রচুর তথ্য তারা রেখেছে এবারে। এও দেখুন যে হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) এর সত্যতা ও প্রামাণিকতার নিদর্শন এগুলিকে দেখে আরও প্রকাশিত হয় সেটিকে নিজ ঈমানে গভীরভাবে প্রবিষ্ট করুন। এরূপে জলসার মূল অনুষ্ঠানগুলি ছাড়া বিভিন্ন ভাষায় অনুষ্ঠান যেগুলি হয় তাতেও অংশ নেওয়া উচিৎ যারা করতে পারেন ও করতে চান। জলসার মূল অনুষ্ঠানের পর পরস্পরের সাথে যোগাযোগের জন্য একে অপরের সাথে মিলিত ও সাক্ষাৎ করুন। জলসাশেষে অনেক নবাগত আহমদী যারা এসেছেন তারা একথা ব্যক্ত করে থাকেন যে আমাদের ভাষা ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও আমরা বিভিন্ন জাতি ও গোষ্ঠীভুক্ত আহমদীদের সাথে সাক্ষাৎ করি আর ইশারার ভাষাতেই যে ভালবাসা ও আবেগের আদানপ্রদান হয় ও বৃদ্ধি পেতে থাকে তা ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়।

সুতরাং হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) যে কথা বলেছেন যে, পরস্পরের মধ্যে সম্পর্কস্থাপন ও আন্তরিকতার বন্ধন দৃঢ় করতে এবং আধ্যাত্মিকভাবে সব ভাইসকল ঐক্যবদ্ধ হোক ও শুষ্কতা ও অজ্ঞানতা এবং ভেদাভেদ তুলে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট হোন আর এর জন্য দোয়াও যদি করেন তো নিঃস্বার্থ সম্পর্কের উদ্ভব হবে ও পরস্পরের জন্য দোয়া করলে এমন এক বাতাবরণ সৃষ্টি হয় যার নিদর্শন একমাত্র আমাদের এই জলসাগুলিতেই চোখে পড়ে।

সুতরাং প্রত্যেকের চেষ্টা করা উচিৎ শুধুমাত্র খোদার জন্য এ সম্পর্ক হওয়া চাই ও এই সম্পর্ককে ও সাহচর্য্যকে হৃদয়ঙ্গম করা। এরূপে সকলের এও চেষ্টা ও দোয়া করা উচিৎ যেন সমস্ত আধ্যাত্মিক কল্যাণ যার কথা হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ) স্বাভাবিকভাবে বর্ণনা করেন যে আরও অনেক আধ্যাত্মিক কল্যাণ ও সুফল যে পর্যন্ত

আমাদের চিন্তা পৌঁছাতে পারে বা পারে না অথবা যা কিছু হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)এর হৃদয়ে ছিল যে আমার মান্যকারীদের এই আধ্যাত্মিক কল্যাণ লাভ হোক ঐ সবকিছু অর্জন করতে যেন আমরা পারি। এই দোয়াও আমাদের করা উচিৎ ও চেষ্টাও করা উচিৎ। আমাদের প্রত্যেকের এদিকে মনোযোগ দেওয়া উচিৎ যেন আমরা আন্তরিকতার সাথে সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানগুলি শুনি নয়তো এতো খরচ করে আপনাদের এখানে আসার এবং জামাতেরও এত বিরাট ব্যবস্থাপনার ব্যয়ভার বহন করা অর্থহীণ।

সুতরাং আগমনকারী অতিথি ও জলসায় অংশগ্রহণকারী সমস্ত সদস্যদের উচিৎ জলসার উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখা এবং অধিক থেকে অধিকতর উপকৃত হওয়া বা কল্যাণলাভের চেষ্টা করা। আল্লাহতাআলা আপনাদের এর তৌফিক দান করুন, সাথে কিছু প্রশাসনিক বা ব্যবস্থাপনার দৃষ্টিকোণ থেকে কিছু বলতে চাই যে, পরিচালনা বিভাগের সহিত সম্পূর্ণ সহযোগীতা করুন। ব্যবস্থাপনা বিভাগ যেমন আপনাদের সুবিধার্থে আছে ও সাহায্যকারী ভূমিকা পালনে সচেষ্ট তেমনই আপনাদের সহযোগীতা থাকলে তা সঠিকভাবে পরিচালিত হতে পারবে। সে জলসাস্থানে বসার ক্ষেত্রে হোক পুরুষ, মহিলা এবং বাচ্চাদের মায়েরা অথবা খাবারের তাঁবুতে নির্ধারিত সময়ে যাওয়া ও সুশৃঙ্খলভাবে খাওয়া ইত্যাদি নির্দেশ মেনে চলুন এরূপে যারা খাবার পরিবেশন করছেন তাদেরও সচেতন হওয়া উচিৎ যে কিছু অতিথি তাদের অসুস্থতার কারণে বা অন্য কোনও সমস্যার কারণে কখনও দেরীতে খেতে আসেন এভাবে শিশুদের মায়েরা কোনও কারণবশত: নির্ধারিত সময়ের বাইরে তাদের খেতে আসার প্রয়োজন হয়ে পড়ে সেজন্য খাবার পরিবেশকরা সেখানে কিছু না কিছু খাবারের ব্যবস্থা রাখুন, যেহেতু বাজারগুলিও সে সময় বন্ধ থাকে, তবে অতিথিদেরও স্মরণ রাখতে হবে যে তারা জলসা হতে কল্যাণলাভ করতে এসেছেন এ ভাবনার বশবর্তী যেন না হয় যে কিছুটা যেহেতু অনুমতি আছে সেহেতু ব্যবস্থাপকদেরকে বিরক্ত করা যাক। সাধারণভাবে চেষ্টা করা উচিৎ যেন শিশুদের মায়েরা কিছু খাবার সাথে নিয়ে আসে এবং আলাদাভাবে তাদেরকে খাইয়ে দেয়। তাদের তাঁবুও ভিন্ন রাখা হয়েছে।

অনুরূপভাবে যানবাহন পরিযান সেবার সঙ্গেও সম্পূর্ণ সহযোগীতা করুন। এভাবে নিরাপত্তা বিভাগের সাথেও সম্পূর্ণ সহযোগীতা করুন এবং নিজস্বভাবেও সতর্কতা অবলম্বন করুন ও সকলের উপর (আহমদীদের) নিজেদের আশেপাশে লক্ষ্য রাখা উচিত। পৃথিবীর অবস্থাও এমনটি হয়ে গেছে, জামাতের উন্নতিতে হিংসা ও পাপাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে ও তাতে তীব্রতা দেখা দিচ্ছে। তাই এদিকে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক ও সবচেয়ে জরুরী হোল হিংসুকের হিংসা হতে এবং ষড়যন্ত্রকারীদের ষড়যন্ত্র হতে রক্ষার জন্য বিশেষ করে দোয়া করুন যেভাবে আমি পূর্বেও বলেছি। আল্লাহতাআলা সর্বতোভাবে এই জলসাকে সফলতা দান করুন, জলসার অনুষ্ঠানসূচী সকলকে দেওয়া হয় যাতে অন্যান্য নির্দেশাবলীও দেওয়া থাকে তা মনোযোগের সাথে পড়ুন ও অনুসরণ করুন।

খুতবা জুমআর শেষে হুযুর (আইঃ) মোকাররম করীমুল্লাহ সাহেবের পুত্র মোকাররম একরামুল্লাহ সাহেব যিনি নুনশা শরীফ, ডেরাগাজীখানের অধিবাসী ছিলেন বিরূদ্ধবাদীরা গত ১৯শে আগষ্ট ২০১৫ শহীদ করে দেয়, اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ তাঁর গুণাগুণ বর্ণনা করতে গিয়ে তাঁর সৎ চরিত্রের প্রশংসা ও তাঁর জামাতীয় সেবার চর্চা করে জানাজা গায়েব পড়ান ও তাঁর স্বজন-পরিবারের ধৈর্য্যদানের জন্য দোয়ার আবেদন করেন।

দ্বিতীয় জানাজা মোকাররম প্রফেসর চৌধুরী মোহাম্মদ আলী (এম. এ) সাহেবের যিনি বর্তমানে ওয়াকিল তসনীফ তাহরীক জদীদ ছিলেন। গত ১৪ই আগষ্ট ২০১৫ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّآ اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ তিনি ১৯১৭ সনে জন্মগ্রহণ করেন। হুযুর (আইঃ) তাঁর দীর্ঘকালীন সেবার বর্ণনা দেন এবং তাঁর মাগফেরাত ও পদমর্যাদায় উন্নতির জন্য দোয়া করেন এবং বলেন যে তাঁর মত সৎচরিত্র ও আত্ম উৎসর্গকারী এবং খেলাফতের অনুরাগী মানুষ আল্লাহাতআলা জামাতকে প্রদান করতে থাকুন। আমীন।

অনুবাদক: বুশরা হামীদ, নাজারাত নাশরো ইশাআতের নির্দেশক্রমে